সংবাদ

তারিখ : 19 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

কোটচাঁদপুর পাইলট স্কুলে নিয়োগ

প্রধান শিক্ষক নিলামে দর ১৫ লাখ টাকা!

প্রতিনিধি, কোটচাঁদপুর (ঝিনাইদহ)

কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর এ পর্যন্ত ১৫ লাখ টাকা দর ওঠার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর পরিমাণ আরও বাড়তে পারে, এবং সর্বোচ্চ দরদাতাকেই নিয়োগ দেয়া হবে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন যাবত ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যালয়টিতে পরিচালনা পরিষদ গঠনে জটিলতা দেখা দেয়ায় প্রধান শিক্ষক নিয়োগ থমকে যায়। পরবর্তীতে সাজানো কমিটি গঠন করে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন নেয়া হয়। এবং সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বর্তমান ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য নবীনেওয়ার খালাতো ভাই শফিকুল ইসলাম। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেন পত্রিকাতে, এতে আবেদন জমা পড়ে ১৩টি, এর মধ্যে বিদ্যালয়ের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এমদাদুল হকও আছেন। তিনি ভার মুক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রধান শিক্ষক হতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন, যেকোন মূল্যেই হোক তাকে প্রধান শিক্ষক হতেই হবে। এজন্য প্রভাবশালী নেতা ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির নেত্রীবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। আর ডোনেসন যতই লাগুক তিনি পিছপা হবেন না। আবেদনকারীদের মধ্যে এমন প্রার্থীও আছেন যাদের কাগজ পত্রে অনেক ত্রুটি আছে যা নিয়োগ নীতিমালার পরিপন্থি। নিয়োগ কমিটির অধিকাংশ সদস্যই আছেন যারা যোগ্যতার মাফকাঠিতে বিচার না করে যে প্রার্থী তাদের চাহিদা মতো পেট ভরাতে পারবেন তিনিই যোগ্য প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হবেন বলেও সূত্রটি জানায়। এনিয়ে ম্যানেজিং কমিটি ও প্রার্থীদের মধ্যে চলছে দর কসাকসি। এ পর্যন্ত দর উঠেছে ১৫ লাখ, এ টাকার পরিমাণ আরও বেড়ে যেতে পারে বলে সূত্রটি জানায়। প্রার্থীর দর দাম চূড়ান্ত হলেই তাকে নিয়োগ পরীক্ষা নাটকে প্রথম করার সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হবে। এদিকে নাম প্রকাশ না, করার শর্তে ২ জন প্রার্থী হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন আমাদের সব থেকে ভালো রেজাল্ট ও ভালো অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও আমরা বাদ পড়ে যাব, কারণ আমাদেরতো অত টাকা দেয়ার ক্ষমতা নেই। এ ব্যাপারে কথা হয় বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি শফিকুল ইসলামের সাথে, তিনি জানান, নিয়োগ পরীক্ষা ফেয়ারভাবেই করার চেষ্টা করছি, এবং যোগ্য প্রার্থীকেই নিয়োগ দেয়া হবে। এজন্য খুব চাপেও আছি। আর ডোনেসন ছাড়া এখনতো কোন চাকরি হয় না। এদিকে এলাকার সচেতন মহল বলছেন, ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যালয়ে সাবেক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা ৪০ লাখ টাকার বিনিময়ে ৮ জন অযোগ্য সহকারী শিক্ষককে নিয়োগ দিয়েছেন। এবারও ঠিক একই অবস্থা ঘটতে যাচ্ছে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে। তারা শিক্ষামন্ত্রীর নিকট লোকদেখানো প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নাটক বন্ধকরে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জোর দাবি জানান।